একের পর এক বিভ্রান্তির চক্করে এখনো ঘুরপাক খাচ্ছেন কেন?

বামপন্থীরা ‘প্র্যাকটিক্যাল’ হয়ে উঠতে এতো ব্যস্ত যে পুঁজিবাদকে নিকেশ করার সময়ই নেই তাদের। ওদের যার কথাই শুনুন না কেন, দেখবেন তুচ্ছ যতো ক্ষণিক ও স্থানিক সমস্যার নিশাস্বপ্নতাড়িত গ্যাঁড়াকলের চক্করে অন্তহীন পাক খেয়ে চলার, উল্টেপাল্টা উতোরচাপানের ফিরিস্তি ছাড়া সমাধানের কোন দিশাই নেই। তাহলে আর কেন? এবার ঐ সব চক্কর ছেড়ে সমস্যাগুলোকে সোসালিষ্ট সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে একবার বিচার করুন, তাহলে নিজে নিজেই দেখতে পাবেন কেন এখন মজুরি প্রথা তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার উচ্ছেদই সেই একমাত্র ‘প্র্যাকটিক্যাল’ বিকল্প পছন্দ যা বাস্তব অর্থবহ।

সহমত নন?

যদি মনে করেন আমরা যেসব কথা বলছি ও লিখছি সেসব ‘সেরেফ পুরোনো জঞ্জাল’ তবে তা আমাদের বলতে বা লিখতে বাধা কোথায়? আমরা আমাদের শ্রোতা ও পাঠকদের সঙ্গে মতামত বিনিময়ে আগ্রহী। আমাদের ঠিকানায় নির্দ্বিধায় সব লিখুন অথবা টেলিফোনে বলুন।
তাছাড়া প্রতি রবিবার বিকেল ৫টা থেকে আলোচনা সভা বসে। আগ্রহী আগন্তুকদের প্রবেশে কোন বাধা নেই। একটু সময় করে চলে আসুন।

পড়ুন:

MARXISM AND ASIA / মার্কসবাদ ও এশিয়া

গ্রেট বৃটেনের সোসালিষ্ট পার্টির ১৯৯৬ গ্রীষ্মকালীন স্কুলে বার্মিংহাম ফায়ারক্রফ্‌ট কলেজে ৬ই জুলাই ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)-র প্রতিনিধি বিনয় সরকারের বক্তৃতা। ইংরাজি বক্তৃতার টেপ ক্যাসেট এবং ইংরাজি ও বাংলা পুস্তিকা সহ গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়েই বই, পত্রপত্রিকা, ইস্তাহার ও প্রচারপত্র পাওয়া যাচ্ছে।

ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)-র
বাংলা ত্রৈমাসিক মুখপত্র
প্রকাশনার প্রস্তুতি চলছে।
যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশনা বিভাগ
ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)
২৫৭ বাঘাযতীন ‘ই’ ব্লক (ইষ্ট)
কলকাতা ৭০০০৮৬
টেলিফোন: ০৩৩-২৪২৫-০২০৮
Email:
wspindia@hotmail.com
wsp_india@yahoo.com

ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)

পরিচিতি

দাম পাঁচ টাকা

ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)

২৫৭ বাঘাযতীন ‘ই’ ব্লক (ইষ্ট), কলকাতা - ৭০০০৮৬,
Tel: 2425-0208, Email: wspindia@hotmail.com,wsp_india@yahoo.com

আমাদের কার্যকলাপ:

বার্ষিক:

বসন্তকালীন স্কুল ও কনফারেন্স এবং জনসভা হয় ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে, আর শরৎকালীন স্কুল ও মেম্বারশিপ মিটিং এবং জনসভা হয় অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে। তাছাড়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্রে স্পেশাল পার্টি কনফারেন্স, বিশেষ মেম্বারশিপ মিটিং এবং পার্টি ভোটের নিয়মও আছে।

মাসিক:

একজিকিউটিভ কমিটির মিটিং বসে পূর্ব নির্ধারিত দিনে সাধারণতঃ বিকাল ৫টায়।

সাপ্তাহিক:

প্রতি রবিবার বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত বসে পাঠচক্র ও আলোচনা সভা। আলোচ্য বিষয়ে থাকে জ্ঞানবিজ্ঞানের যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে প্রধানতঃ মানব জীবন ও সমাজবিবর্তনের বস্তুবাদী ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, অর্থনীতি, মার্কসীয় তত্ত্ব, মার্কস-এঙ্গেলস সহ সোসালিষ্ট সব লেখকদের লেখা বইপত্র, লেনিনবাদ, বামপন্থী সব পার্টির কথা ও কাজ, সংস্কার অথবা বিপ্লব, আর আমাদের পার্টি এবং গ্রেট বৃটেনের সোসালিষ্ট পার্টির বিভিন্ন বইপত্র, সংগঠন ও কার্যকলাপ।

স্থান:

জনসভা ও বাইরের প্রচার ছাড়া অন্যান্য কর্মসূচীগুলি অনুষ্ঠিত হয় হেড অফিসে।

প্রবেশে বাধা নেই:

আমাদের সমস্ত কর্মসূচী সকলের জন্য খোলা। জনসভাগুলিতেও বক্তার বলা শেষ হবার পর শ্রোতাদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর আলোচনার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়। অহেতুক দেরি না করে টেলিফোনে সব জেনে নিয়ে চলে আসুন। বিস্তারিত জানার জন্য আগ্রহীদের স্বাগত জানাই!

যোগাযোগের ঠিকানা:

ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)

২৫৭ বাঘাযতীন 'ই' ব্লক (ইষ্ট), কলকাতা - ৭০০০৮৬,

Tel: 2425-0208, Email: wspindia@hotmail.com,wsp_india@yahoo.com

বুঝে নিন:

১) একদিকে মাত্র ৫ শতাংশ ধনীর হাতে রয়েছে দুনিয়ার যাবতীয় প্রয়োজনীয় উৎপাদনের সমস্ত উপকরণের মালিকানা, অথচ অন্যদিকে বাকী ৯৫ শতাংশ আমরা করে চলি যাবতীয় কাজকর্ম।

২) এই কারণে এই দুটি বিরুদ্ধ শ্রেণী সবসময় চলছে চূড়ান্ত সংঘাতে মুখোমুখী হতে।

৩) এই বিবাদের নিষ্পত্তি হবে কেবল তখন যখন আমরা ৯৫ শতাংশরা সংগঠিত হবো এবং শ্রেণী মালিকানা লোপ করবো, আর চালাবো সর্বজনীন মালিকানার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা।

৪) যখন আমরা এই কাজ করবো, তখন আর কোনও ধরনের নির্যাতনই থাকবে না।

৫) কিন্তু এই কাজ আমাদের - করতে হবে আমাদেরই, নেতাদের বাদ দিয়েই।

৬) সরকারগুলো আর সশস্ত্রবাহিনীগুলো শ্রেণীমালিকানা রক্ষার হাতিয়ার বিশেষ। ওগুলোর সঙ্গে বৃথা যুদ্ধ না করে, রাজনৈতিক উপায়ে ওগুলো দখলে নিয়ে শ্রেণীমালিকানা লোপ এবং সর্বজনীন মালিকানা স্থাপনের শক্তিতে বদলে নেওয়ার জন্যেই সংগঠিত হতে হবে আমাদের।

৭) আর অবশ্যই আমাদের বিরোধিতা করতে হবে যেকোনও পার্টিরই - যারা চায় চলতি ব্যবস্থাটাকে চলিয়ে যেতে - একই ভাবে অথবা সংস্কার করে, তা সেসব যতো সদিচ্ছাপ্রসূতই হোক না কেন।

৮) এই কাজ সম্পাদন করার জন্য **ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)** আহ্বান জানাচ্ছে সমস্ত মজুরদের তাদের নিজেদের, তাদের শিশুদের, আর তাদের জগৎটার ভবিষ্যতের স্বার্থে সংগঠিত হতে।

মজুরদের কোন দেশ নাই, দুনিয়ার মজুর এক হও, শৃঙ্খল ছাড়া তোমাদের হারাবার কিছু নাই, জয় করবার জন্য রয়েছে একটা জগৎ।

সমাজতন্ত্র চায় তোমাদের - তোমাদের চাই সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্র বুঝে নাও - সমাজতন্ত্রের জন্য ভোট দাও।

এটাই হচ্ছে একমাত্র কার্যকর বিকল্প।

● সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছনো এবং তা দিয়ে পুঁজিবাদের সংস্কারসাধন ও প্রশাসন চালাবার দায় নেওয়ার বদলে তার বিলোপ ঘটাবার অবস্থানে পৌঁছনোর পূর্বে সোসালিষ্টরা পুঁজিবাদী সমাজের কোন প্রশাসনিক পদ নেবে না। পার্লামেন্টে সোসালিষ্ট ডেলিগেট (এম. পি)-দের কাজ পুঁজিবাদের সরকার চালানোর প্রক্রিয়াতে সাহায্য করা নয়, প্রক্রিয়াটাকেই অক্ষম করে ফেলা, সোসালিষ্টদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা পুঁজিবাদের বিলোপ সহজসাধ্য করা। কেননা সোসালিষ্টরা পুঁজিবাদের সংস্কারমালার সমর্থনে দাঁড়ায় না, বিরোধিতাও করে না। তাদের একমাত্র ও আশু লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

● সার্বজনীন স্বার্থে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওয়াকিবহাল অংশগ্রহণ ব্যতীত ভোট আর গণতন্ত্রের ধারণা অর্থহীন। চাই অংশগ্রাহী গণতন্ত্র।

● সোসালিষ্টরা রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বাস করে না, কারণ নেতা থাকা মানে অনুগামীও থাকা, আর উভয়েরই রাজনৈতিক অজ্ঞতায় ডুবে থাকা। নেতা-অনুগামী সম্পর্ক গণতন্ত্র-বিরোধী। সংগঠন আর নেতৃত্ব একই বস্তু নয়, নেতৃত্ব ছাড়াও সংগঠন হয়। সংগঠন গণতান্ত্রিক হলে নেতৃত্ব লাগে না। সমাজের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সচেতনভাবে নিজেদের স্বার্থে নিজেদের উদ্দোগে সৃস্টি করতে পারে সমাজতন্ত্র।

● সোসালিষ্ট পার্টির কোন নেতা হয় না, সোসালিষ্টরা সবাই সমান।

● ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টির সংগঠন আছে, নেই নেতৃত্ব। এই সংগঠন ১৯০৪ সালে প্রথম সহযোগী পার্টি - সোসালিষ্ট পার্টি অফ গ্রেট বৃটেন - প্রতিষ্ঠার সময় থেকে চলে আসা খুবই যথাযথ ও সঙ্গতিপূর্ণ এক বিশ্লেষণের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম চালাচ্ছে।

● কখনো দেখা যায়নি এমন এক মানসিক বিপ্লব অথবা ইতিহাসে বে-নজীর এক দারুণ দ্রুতগতি অর্থনৈতিক পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছুর উপর সর্বজনীন মালিকানা প্রতিষ্ঠার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না।

● অর্থনৈতিক সংকটে পুঁজিবাদ ভেঙ্গে পড়বে না। যতদিন না ব্যাপক সংখ্যক মজুর পুঁজিবাদকে শেষ করতে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে প্রস্তুত হচ্ছে ততদিনই এই ব্যবস্থা সংকটের পর সংকটের ভিতর দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে চলবে।

● **ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট সংগঠন** পত্তন করে - সমাজতান্ত্রিক সমাজের মৌলিক ভিত্তি, কিন্তু ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজ কিভাবে তার কাজকর্ম চালাবে সেই অনুমান করে না। একবার প্রতিষ্ঠিত হবার পর সমাজতন্ত্র হবে এক গতিশীল, পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্রময় সমাজ।

× সংস্কারসাধন নয় × প্রতিশ্রুতি নয় × ধর্ম নয় × নেতৃত্ব নয়
× দারিদ্র্য নয় × দুর্ভিক্ষ নয় × যুদ্ধ নয় × পরিবেশ দুষণ নয়

● শুধু শান্তি ● মুক্তি ● অংশগ্রাহী গণতন্ত্র

আমাদের প্রয়োজন

আমাদের শ্রেণীর স্ব-মুক্তি অর্জন

রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পথে
নির্বাচনে ভোটপত্র ব্যবহারে আমাদের সংখ্যার শক্তি প্রয়োগ করে

★ সর্বজনীন মালিকানা ★ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ
★ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ★ স্ব-নির্ধারিত অবাধ ভোগ

ভিত্তিক

× রাষ্ট্রবিহীন × টাকাবিহীন × মজুরিবিহীন × শ্রেণীবিহীন

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপন

ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)

উদ্দেশ্য

সমগ্র সমাজের দ্বারা এবং স্বার্থে ধনসামগ্রী উৎপাদন ও বন্টনের যাবতীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সর্বজনীন মালিকানা এবং গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ নির্ভর সামাজিক ব্যবস্থা স্থাপন।

নীতিসমূহের ঘোষণা

১) সমাজ তার বর্তমান গঠন অনুসারে দাঁড়িয়ে আছে সেই ভিত্তিভূমিতে যেখানে উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণের (অর্থাৎ জমি, ফ্যাক্টরী, রেলপথ ইত্যাদির) মালিকানা রয়েছে পুঁজিপতি অর্থাৎ প্রভূশ্রেণীর দখলে, আর তার ফলে দাসত্ব করছে শ্রমিকশ্রেণী যার শ্রমেই শুধু উৎপাদিত হয় ধনসামগ্রী।

২) সেই কারণে রয়েছে স্বার্থ আর স্বার্থের বিরোধ, যা প্রকাশ পায় শ্রেণীসংগ্রাম হিসাবে - তাদের মধ্যে যারা দখল করে কিন্তু উৎপাদন করে না, আর যারা উৎপাদন করে কিন্তু দখল করে না।

৩) এই বিরোধ লোপ করা যায় প্রভূশ্রেণীর শাসন থেকে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি অর্জন দ্বারা, উৎপাদন ও বন্টনের যাবতীয় উপকরণকে সমাজের সার্বজনীন সম্পত্তিতে বদলে দিয়ে এবং সমগ্র জনগণ কর্তৃক সেসবের উপর গণতাত্রিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম ক'রে।

৪) সামাজিক বিবর্তনের ক্রমবিন্যাসে আপন স্বাধীনতা অর্জন করার পথে শ্রমিকশ্রেণীই সর্বশেষ শ্রেণী হওয়ায়, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সঙ্গে আনবে জাতি অথবা লিঙ্গের পার্থক্য অতিক্রম ক'রে সমগ্র মানবসমাজের মুক্তিকে।

৫) এই মুক্তি অবশ্যই হবে শ্রমিকশ্রেণীরই নিজস্ব কাজ।

৬) শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া ধনসামগ্রীর উপর পুঁজিপতিশ্রেণীর একচেটিয়া মালিকানা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই জাতীয় রাষ্ট্রের সশস্ত্র সব বাহিনী সহ সরকারের বন্দোবস্তটা বহাল রয়েছে বলে শ্রমিকশ্রেণীকে অবশ্যই সংগঠিত হ'তে হবে সচেতনভাবে ও রাজনৈতিকভাবে স্থানীয় ও জাতীয় সরকারের ক্ষমতা জয়ের জন্য, যাতে ক'রে এইসব বাহিনী সহ এই বন্দোবস্তটাকে অত্যাচারের হাতিয়ার থেকে বদলে দেওয়া যায় মুক্তির শক্তিতে, উপড়ে ফেলা যায় অভিজাত ও বিত্তজাত যতো বিশেষ অধিকারকে।

- বিশ্বব্যাপী স্ব-নির্ধারিত অবাধ ভোগ সহ গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত সর্বজনীন মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হলে কাউকেই আর কারুরই অধীন হতে হবে না, প্রত্যেকেই হবে প্রকৃত অর্থেই স্বাধীন।
- তথাকথিত নারীমুক্তিরও এটাই একমাত্র উপায়। শিশুদেরও আর অনাথ অথবা শ্রমিক হতে হবেনা, নিহত আর পতিতা হতে হবেনা কোন কন্যা শিশুকেই, কেননা তারাও হবে এজমালি বিশ্বমালিকানার অধিকারী।
- মানুষের আসল যোগ্যতা প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা। প্রতিযোগিতার মর্মান্তিক পরিণতি - শ্রমশক্তির প্রভূত অপচয়, ব্যক্তির সামাজিক চেতনার বিকৃতি ও মনরোগ । সোসালিষ্টরা প্রতিযোগিতার বিরোধী, সহযোগিতার সমর্থক।
- সোসালিষ্টরা ব্যক্তি বিরোধী নয়, পুঁজিবাদ বিরোধী।
- সোসালিজম কখনো কোথাও পরখ করাই হয়নি।
- যখন তা করা হবে তখন তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিশ্বজুড়ে।
- বিশ্বসমাজতন্ত্র প্রতিষ্টিত হতে পারে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পথে শ্রমিকশ্রেণীর সম্মিলিত বোঝাপড়া, সংখ্যা এবং সমাবেশের বলে। তবে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঠেকাতে পুঁজিবাদের পক্ষে কোন সংখ্যালঘু গ্রুপ বাধা দিলে, সোসালিষ্টদের এগোতে হবে তার মোকাবিলা করেই। কিন্তু বলপ্রয়োগ মানে হিংস্রতা নয়। বল বা শক্তি জন্ম নেয় ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা নির্ভর জ্ঞান আর শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন সংগঠনের মিলনে। সংখ্যা, বোধ এবং সংহতিই আসল শক্তি। শ্রমিকশ্রেণীই সংখ্যাগরিষ্ঠ - বিশ্বের জনসংখ্যার ৯৫ ভাগ। পুঁজিবাদের সব কাজ করে শ্রমিকশ্রেণীই। কাজেই তার শক্তি হিংস্র হতে পারে না।
- নির্বাচনে জয় প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের যুক্তিকে দুর্বল করেনা, বরং আরো শক্তিশালীই করে। অপরপক্ষে, পুঁজিবাদের নিজস্ব সংবিধান দিয়েই তার বৈধ পরাজয় ঘোষণার প্রথম পদক্ষেপ না নিয়ে, নির্বাচিত ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ শুধু যে ব্যর্থ হয় তাই নয়, শ্রেণীসচেতন শ্রমিকশ্রেণীই যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সত্যেরও অপমৃত্যু ঘটায়।
- আমরা কি করতে যাচ্ছি, বিপদটা কোথায়, সোসালিজম কি ও কেন এসব বুঝে গণতন্ত্রের লড়াই জিতে নেওয়ার সুবিধা দ্বিবিধ: (ক) সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেলিগেট (মামুলি প্রতিনিধি নয়) পাঠিয়ে সোসালিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার অস্তিত্ব দেখিয়ে দিতে পারি,আর (খ) অন্য কোন দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের এই নির্দেশ ঠেকাতে পার্লামেন্ট ব্যবহারের চেষ্টা হলে পার্লামেন্টের বৈধতাও বাতিল করতে পারি। গণতান্ত্রিক উপায়ে সামাজিক রূপান্তরের এই কৌশল হিংসা হতে মুক্ত এবং নিশ্চিত।

● **সোসালিজম মানে কি** - পড়ে নিজেকেই প্রশ্ন করুন -এই সংজ্ঞা দিয়ে আধুনিক চীন, কিউবা এবং ভিয়েতনামের পুলিশ রাষ্ট্রগুলোকে অথবা রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের পুরোনো স্বৈরতন্ত্রগুলোকে বর্ণনা করা যায় কি না। ওগুলো আসলে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী। নয় কি?

● **সোসালিজম মানে কি**

সোসালিজম মানে সামাজিক সংগঠনের এক বিশ্বব্যবস্থা যার ভিত্তিমূলে থাকবে:

সর্বজনীন মালিকানা: দুনিয়ার সমস্ত উৎপাদনশীল ধনসম্পদ হবে সকল মানুষের অধিকারভুক্ত। কাজেই না থাকবে কোন বহুজাতিক কর্পোরেশন, না কোন ছোট-মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আর তাই থাকবে না এ বিশ্বের আলাদা আলাদা কোন মালিক। বিশ্বটা হবে বিশ্বের বাসিন্দাদের সবার।

গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: কারা চালাবে সমাজ? আমরা সবাই। কাজেই না থাকবে সরকার-ও-তার শাসন, না শাসিত জনসাধারণ। বিশ্বসমাজতন্ত্রের সংগঠন হবে - স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং বিশ্বীয়। উৎপাদন ও বন্টনের ব্যবস্থাপনা চলবে দুভাবে - (ক) সকলের সরাসরি অংশগ্রহণে, আর (খ) পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রত্যাহারযোগ্য ডেলিগেট পাঠিয়ে।

বর্তমান সংবাদ-প্রযুক্তি এবং গণ-মাধ্যমগুলি এসবকে সহজসাধ্য করেছে।

ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন: মুনাফার উদ্দেশ্যে বিক্রির জন্য নয়, দ্রব্য ও সেবাসমূহ উৎপাদিত হবে শুধু প্রয়োজন ও আকাঙ্খার পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে।

স্বনির্ধারিত অবাধ ভোগ: যে সমাজে সবাই সব কিছুর মালিক, সিদ্ধান্ত নেয় সবাই মিলে এবং উৎপাদন করে কেবল যা দরকারী তাই, সে সমাজে যা কিছু উৎপদিত হবে তাতেই থাকবে সকলের অবাধ অধিকার। টাকার কাজ ফুরিয়ে যাবে। জনগণ আর মজুরি কিম্বা বেতনের জন্য কাজ করবে না, করবে তারা যা দিতে পারে এবং তাদের যার যা প্রয়োজন তা যাতে নিতে পারে তারই জন্য।

● সোসালিষ্ট সেই - যে সোসালিজম বোঝে ও চায়। সোসালিজমের ভিত্তিভূমি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বের প্রকৃত অবস্থা। একমাত্র সোসালিজমই পারে মজুরকে মুক্ত করতে মালিকের মুনাফার জন্য নিজেকে বিক্রি করার বাধ্যতা থেকে। একমাত্র সোসালিজমই পারে তার পণ্য চরিত্রের আবরণ খুলে দিতে এবং তাকে একজন পূর্ণ সামাজিক মানুষ করে তুলতে। সোসালিজম লোপ করবে সমস্ত শ্রেণী বিভাগ ও সমস্ত বিশেষ অধিকার, এবং মুক্ত করবে মানবসমাজকে সব রকমের উৎপীড়ন থেকে।

৭) সকল পলিটিক্যাল পার্টিই শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু না হওয়ায় এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ প্রভূশ্রেণীর সকল অংশের স্বার্থের পুরোপুরি বিরোধী হওয়ায়, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির প্রয়াসী পার্টিকে হ'তে হবে প্রতিটি পার্টিরই বিরোধী।

৮) সুতরাং **ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)** রাজনৈতিক সংগ্রামের ময়দানে প্রবেশ করে অন্য সব পলিটিক্যাল পার্টিরই বিরুদ্ধে - তা তারা স্ব-ঘোষিত শ্রমিক কিম্বা প্রকাশ্যে স্বীকৃত পুঁজিবাদী - যাই হোক না কেন, আর আহ্বান জানায় শ্রমিকশ্রেণীর সদস্যদের প্রতি তাদের নিজেদের পতাকার নীচে সমবেত হ'তে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে যেখানে যে ব্যবস্থা তাদের বঞ্চিত করে তাদেরই শ্রমের ফল থেকে সেই ব্যবস্থার উপর দ্রুত চাপিয়ে দেওয়া যায় তার সমাপ্তিকে এবং যেখানে দারিদ্র্য স্থান ছেড়ে দেবে স্বাচ্ছন্দকে, বিশেষ অধিকার সমতাকে, আর দাসত্ব মুক্তিকে।

এই উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহের ঘোষণা আমাদের সংগঠনের ভিত্তি। এর শুরু হয়েছিল ১৯০৪ সালে গ্রেট বৃটেনের সোসালিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। তারপর থেকে এটি দেশে দেশে শ্রেণীসচেতন মজুরদের সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়ে চলেছে। এর ইংরাজি ভাষার বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে মূলানুগ।

আমাদের সংগঠন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আরো বেশি জানতে সময় নষ্ট না করে আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে আহ্বান জানাই।

All enquiries and application for membership to:

THE WORLD SOCIALIST PARTY (INDIA)

257 Baghajatin 'E' Block (East),

Kolkata 700 086,

Tel: 2425-0208, Email: wspindia@hotmail.com,wsp_india@yahoo.com

আমরা কারা

ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া) অন্যসব পলিটিক্যাল পার্টি থেকে একেবারেই আলাদা। ১লা থেকে ৩রা মার্চ ১৯৯৫ কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত স্টুডেন্টস্ হল-এ অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জানুয়ারী ১৯৮৩ থেকে কর্মরত **লাল পতাকা** এবং মে ১৯৯০-এ সংগঠিত **মার্কসিষ্ট ইন্টারন্যাশানাল করেসপন্ডেন্স সার্কল্** রূপান্তরিত হয়ে গেল এই নবগঠিত পার্টিতে। এই পার্টি প্রবর্তিত হল সেইসব মানুষদের দ্বারা যারা নাকচ করেছি পুঁজিবাদকে এবং মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের বদলে গ্রহণ করেছি সরাসরি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন নির্ভর এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা - সোসালিজমকে।

সমস্যা

সোসালিষ্টরা ছাড়া সোসালিষ্ট সংগঠন হয় না, হয় না সোসালিজম। **ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)**-র কাজকর্ম চালাতে আমাদের প্রয়োজন নতুন নতুন সদস্য। আমাদের দরকার লেখক, বক্তা এবং আলোচনা, বিতর্ক সভা, শিক্ষা সম্মেলন ও পাঠচক্র চালানো আর পার্টির পত্রপত্রিকা ও সাহিত্য বিলি করার সদস্য। আমরা গোপনীয়তার বিরোধী, কেননা সোসালিষ্টদের লুকোবার কিছু থাকতে পারে না। আমরা কাজ করি কেবল সোসালিজমের জন্য সোসালিষ্ট সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তুলতে। পুঁজিবাদকে তালিতাপ্পি মেরে বহাল রাখার পলিসি নির্ভর সংস্কারসাধনের কোন কর্মসূচী নেই আমাদের, আমরা সংস্কারবাদী পার্টি নই। আমরা বলি - পুঁজিবাদ একটি বিশ্বব্যবস্থা, তাকে নাকচ করে সোসালিজম স্থাপন কেবল বিশ্ব-আয়তনেই সম্ভব। আমাদের প্রয়োজন প্রকৃত দায়িত্বশীল সব সদস্য যারা আমাদের সঙ্গে সহমতে **ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)**-র **উদ্দেশ্য** এবং **নীতিসমূহের ঘোষণা** রক্ষা ও প্রয়োগ করতে প্রস্তুত।

সমাধান

সমাধান খুবই সহজ। আমরা পুঁজিবাদের স্ববিরোধের যে ব্যাখ্যা করেছি, আর তার প্রয়োজনীয় পরিণতি হিসাবে সমাজতন্ত্র অর্থাৎ উৎপাদন ও বন্টনের যাবতীয়

- রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে সমাজতন্ত্র বলে চালানোর তত্ত্ব আর তার রুশীয় জাতীয় স্বার্থের সেবায় তথাকথিত 'নিপীড়িত' জাতীয়তার তত্ত্ব বানিয়েছে লেনিনবাদ, কেননা- রুশীয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ লেনিনবাদের ভিত্তি। লেনিনের মতে, 'সমাজতন্ত্র হচ্ছে সেরেফ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী একচেটিয়া যাকে কাজে লাগানো হয়েছে সমগ্র জনগণের স্বার্থের সেবায়।'
- অথচ পুঁজিবাদ - রাষ্ট্রীয় কিম্বা বেসরকারী - চলে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করে। কাজেই তার কাজ সমগ্র জনগণের স্বার্থের সেবা করা নয়, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থের সেবা করা।
- মার্কসীয় ধারণায় **সোসালিজম** ও **কমিউনিজম** সমার্থক। মার্কস ও এঙ্গেলস শব্দদুটি ব্যবহার করেছেন বিকল্প হিসাবে একই বিষয় বোঝাতে। মার্কসের কথায় কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের নীতিঃ **'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সাধ্য মতো, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন মতো।'**
- মার্কস-এঙ্গেলস বলেছেন, 'শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রথম ধাপ হল গণতন্ত্রের যুদ্ধ জয় করতে প্রলেতারিয়েতকে শাসক শ্রেণীর অবস্থানে উন্নীত করা। ... শ্রেণী ও শ্রেণী-বিরোধ সংবলিত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে এক সমিতি যার মধ্যে প্রত্যেকটি লোকেরই স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত।'
- লেনিনবাদ চায় - 'প্রশ্ন-করে-না এমন আজ্ঞানুবর্তিতা' বা বশ্যতা ('unquestioning obedience' ... 'that people unquestioningly obey the single will of the leaders of labour' - Lenin).
- সুতরাং লেনিনবাদ হল মার্কসবাদের বিকৃতি। লেনিনবাদী হয়ে সোসালিষ্ট হওয়া যায় না, মার্কসবাদী হয়েই সোসালিষ্ট হওয়া যায়।
- সোসালিষ্টরা অগ্রবাহিনীবাদ বা নেতৃত্বাধীন সংগ্রামের বিরোধী, কেননা (অন্যান্য নেতিবাচক বিষয়ের মধ্যে) ওসব সহজাতভাবে অগণতান্ত্রিক।
- জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে সমাজতন্ত্রে নিয়ে যাবার ধারণা ভুল। ভালো ভালো নেতা অথবা লড়াকু সশস্ত্র সব বাহিনী দ্বারা সমাজতন্ত্র স্থাপিত হবেনা, হবে চিন্তাশীল পুরুষ, নারী ও শিশুদের দ্বারা। সোসালিষ্টরা ছাড়া সোসালিজম হতে পারে না।
- বলশেভিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল না, কেননা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে রাশিয়া প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি।
- সমাজতান্ত্রিক সমাজে কোন শ্রেণী থাকবে না, কাজেই শ্রেণী-সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রের প্রয়োজন মিটে গেলে রাষ্ট্রও থাকবে না।
- এক দেশে সমাজতন্ত্র হয় না, 'জাতীয় সমাজতন্ত্র' পুঁজিবাদেরই মুখোশ বিশেষ। পুঁজিবাদ বিশ্বব্যবস্থা, তাকে সরাতে পারে শুধু বিশ্বসমাজতন্ত্র।

● চলতি শিক্ষা মজুরি-দাসত্বের শিক্ষা, মজুরি-দাসত্বের অবসানেই হবে মানবিক শিক্ষার সূচনা।

● খুদ-কুঁড়ো চাইতে যাবার মিছিলকে 'ডান'-'মধ্য'-'বাম'-পন্থী সব পার্টিই বলে 'বিক্ষোভ' মিছিল, আসলে ওসব তো ভিক্ষে চাওয়ারই সামিল, দল বেঁধে চিৎকার করে চাইলেও ভিক্ষেটা ভিক্ষেই থাকে।

● দুনিয়ার তামাম ধনসামগ্রী যারা বানায়, মজুত ও রক্ষা করে, রক্ষা করে মালিকদেরও, তারা কি চাইবে - কার কাছে? মালিকরা তো বেঁচে থাকে মজুরদেরই ঘাড়ে বসে, তাদেরই শোষণ ক'রে। তারা কি দিতে পারে কিছু? মজুরদের যা কিছু দরকার তা পেতে পারে শুধু যৌথভাবে নিজেরা মালিক হয়েই।

● চাকরি ও দাবিদাওয়াতে মালিকশ্রেণীর কি যায়-আসে? বরং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছড়ালেই ওরা শ্রেণীঅস্তিত্ব বজায় রাখতে অধিকতর সুযোগসুবিধা দেবার প্রস্তাব দিতে পারে, নয় কি?

● 'মানব প্রকৃতি' আর 'মানব আচরণ' এক নয়, মানুষের আচরণের জন্য দায়ী তার পরিবেশ, পরিবেশ বদলালে আচরণও বদলায়।

● সব মানুষই মানুষ, কেউই 'মহামানব' নয়।

● সমাজতন্ত্র দাঁড়ায় ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার উপর -আর ধর্ম দাঁড়ায় ভাববাদী ধ্যান-ধারণার উপর। কাজেই, ধর্ম এবং সমাজতন্ত্র নাকচ করে একে অপরকে। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সামাজিক ব্যপার। ধর্মের ক্ষয় অবশ্যই মানবতার অগ্রগতির সূচক, কেননা মানুষের অন্ধবিশ্বাসের উচ্চতা একই সময়ে তার অজ্ঞতার গভীরতাও। সমাজতন্ত্রে শেষ হবে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা।

● সোসালিষ্টরা 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' নয়, ধর্ম-বিরোধী। ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পথকে - প্রকৃত বোঝাপড়াকে - উন্নত করাই তাদের কাজ।

● আধুনিক রাষ্ট্র হল সর্বোচ্চ ব্যক্তিরূপে মূর্ত জাতীয় পুঁজির সমষ্টি, জাতীয় উৎপীড়নের সংগঠিত শক্তি - তা গঠনরূপ তার যেমনই হোক না কেন, আর তার শাসকমন্ডলী বা সরকারটা হল সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর এজমালি কাজকর্মের একটা ম্যানেজিং কমিটি মাত্র।

● তাই সোসালিষ্টরা কোন রাষ্ট্রেরই পক্ষ নিতে পারে না, নেয় না, তারা কাজ করে উৎপীড়িত মানুষের সমর্থনে - বেছে বেছে নয় - যে যেখানে থাকে সেখানেই, শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বব্যাপী ঐক্য গড়ে রাষ্ট্রবিহীন সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে।

● রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র নয়, নয় সমাজতন্ত্রের দিকে কোন 'অগ্রপদক্ষেপ'-ও।

উপকরণের উপর সর্বজনীন মালিকানার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য যে রাজনৈতিক উপায় বাৎলেছি তাতে আপনি যদি সহমত হন, তবে আপনি ইতিমধ্যেই একজন সোসালিষ্ট হয়ে উঠেছেন। কিন্তু একজন ব্যক্তি সোসালিষ্ট পুঁজিবাদের উপর কোন লক্ষণীয় প্রভাব ফেলতে পারে না। সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে হতে হবে সংগঠিত আর তার জন্য প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর সম্মিলিত কর্মপ্রয়াস। এই কারণেই একটি ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট সংগঠন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই পার্টি শ্রেণীসংগ্রামের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মজুরদের শ্রেণীচেতনা ও কর্মশক্তির সংহতিতে সক্রিয় করে তোলে। আপনি যদি সোসালিষ্ট হন তবে আপনার প্রথম পদক্ষেপই হবে ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)-তে যোগ দেওয়া। আমরা কোন উপদল বা ধর্মীয় সম্প্রদায় নই। এই পার্টিতে কোন বুদ্ধিবাদী নেই, আছে শুধু বুদ্ধিমান নারী পুরুষ যারা একই শ্রেণীস্বার্থ, সোসালিষ্ট ভাবনাচিন্তা ও সোসালিষ্ট উদ্দেশ্যের অংশীদার। আমরা চাই এমন সব সদস্য যারা সোসালিষ্ট যুক্তিধারার সঙ্গে সহমত। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে সহমত হন তবে আমরা আপনাকে পেতে চাই আমাদের সদস্য হিসাবে।

তারপর কী?

আমাদের সঙ্গে সহমত হলে আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে সদস্য হবার জন্য আবেদন করা। আমাদের কোন নেতা নেই। আপনি কি করবেন আর কি চিন্তা করবেন তার নির্দেশ দেবার জন্য কেউ নেই। মোটমাট আমরা যা প্রত্যাশা করি তা হচ্ছে সোসালিজম প্রতিষ্ঠা করতে অন্যসব সোসালিষ্টদের সঙ্গে কাজ করার রাজনৈতিক প্রত্যয় ও উৎসাহ। ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)-তে যোগদান হবে আপনার জীবনের একমাত্র সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আরও একজন সোসালিষ্ট মানে নামধারী যতো কমিউনিষ্ট ও সোসালিষ্ট সহ বামপন্থী, উদার গণতন্ত্রী, মধ্যপন্থী ও দক্ষিণপন্থী পুঁজিবাদী পার্টির পক্ষে আরও একটি কম ভোট। ক্রমশঃ বাড়তে থাকা সদস্যসংখ্যায় প্রাণবন্ত ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের উপর ক্রমশঃ বেশি বেশি প্রভাব ফেলতে থাকবে। আপনি যদি বেকারত্ব, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, শোষণ, সংকট, যুদ্ধ, সন্ত্রাস, পরিবেশ দুষণ, অস্বাচ্ছন্দ, অতৃপ্তি এবং অসমতা থেকে মুক্ত এক জগৎ পেতে চান তবে আপনার উচিত আর দেরি না করে আমাদের সঙ্গে যোগদানের বিষয়টা আন্তরিকভাবে বিবেচনা করা।

একটু ভাবুন:

- পুঁজিবাদ হল আইনী লুন্ঠন ব্যবস্থা।
- পুঁজিবাদ চরম অপচয়ী উৎপাদন ব্যবস্থা, যথা - বেকারত্ব, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, খাদ্য ধ্বংস, টাকা-পয়সা ও হিসাবপত্র, ব্যাঙ্কিং, বীমা, বিজ্ঞাপন, যুদ্ধ-উৎপাদন, দূষণ ইত্যাদি। বেকারত্ব দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, সংকট ও যুদ্ধ দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা নয়। ওসবই হল পুঁজিবাদের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য।
- যুদ্ধ হয় বাজার , পুঁজি লগ্নির সুযোগ, কাঁচা উপকরণের উৎস, আর বাণিজ্যপথ ও রণকৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানের দখল ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে। মজুরদের উচিত লড়তে অস্বীকার করা, কারণ পুঁজিবাদী যুদ্ধ ও সন্ত্রাসে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিটি রক্তবিন্দুই হচ্ছে অপচয়। যুদ্ধ হচ্ছে সামাজিক পশ্চাদপসরণ। 'ন্যায় যুদ্ধ' বলে কিছু নেই, হয় না।
- রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও সীমান্ত লোপই যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের সমাধান। দুনিয়ার সব দেশের মজুরদের সাধারণ স্বার্থ একটাই - বারেবারে যুদ্ধের কারণ যে ব্যবস্থা সেটাকেই শেষ করা। তাহলেই নির্মূল হবে যেকোন যুদ্ধ সহ শ্রেণীতে শ্রেণীতে যুদ্ধও।
- জল-স্থল-আকাশ দূষণের জন্য দায়ী মুনাফা ব্যবস্থা, তাই তার বিলোপই হল দূষণ-মুক্তির উপায়।
- মালিকশ্রেণী তারাই যারা উৎপাদন ও বন্টনের যাবতীয় উপকরণের উপর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার বলে শোষণের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে মজুরদের।
- শ্রমিকশ্রেণী তারাই যারা জীবনধারণের জন্য মজুরি অথবা বেতনের বিনিময়ে শোষিত হবার বাধ্যতায় বিক্রি করে তাদের যেকোন কর্মদক্ষতা।
- মালিকশ্রেণী দখল করে - উৎপাদন করে না।
- শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদন করে - দখল করে না।
- পুঁজিবাদে সব কাজ করে শ্রমিকশ্রেণী, অথচ উপবাসে মরে তাদেরই একাংশ যারা কিনতে পারেনা নিজেদেরই উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য।
- মজুররা কিনতে বাধ্য হয় সেইসব জিনিসপত্র যা তারা নিজেরাই উৎপাদন করেছে 'যৌথ মজুর' (*'a collective labourer'*) হিসেবে -অর্থাৎ শ্রেণী হিসেবে - সমগ্র মানবসমাজের বাঁচার জন্য।
- শ্রমিকশ্রেণীর সদস্যদের উপবাসের কারণ উৎপাদন ও ভোগের জিনিসের অভাব নয়, মালিকানার অভাব।

- মজুরি দাসত্ব কিম্বা উপবাস মরণ - এ কোন বিকল্পই নয়, এ তো শুধু ভীতি প্রদর্শন।
- শ্রমিকশ্রেণী বলতে বোঝায় বিশ্বশ্রমিকশ্রেণী।
- একজন মজুর একটা দেশের, কিন্তু দেশটা মালিকদের।
- শ্রমিকশ্রেণীর কোন দেশ নেই, না বাঁচাবার মতো - না মরবার মতো। দেশ-বিদেশ ভাগাভাগি, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীঐক্যের বাধা।
- 'দেশপ্রেম হল পাজী লোকের শেষ আশ্রয়' - লিখেছেন ডঃ স্যামুয়েল জনসন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে।
- দেশপ্রেমিক হচ্ছে সেই লোক যে চায় তার দেশের জন্যে তুমি মর।
- মজুরিপ্রথা থাকা মানেই পুঁজিবাদ থাকা।
- মজুরদের শ্রমশক্তি ছাড়া বিক্রি করবার মতো আর কিছু নাই বলেই চাইতে হয় 'চাকরি', আর 'বয়স' হলেই নিতে হয় 'বিদায়'। মালিকদের না আছে 'নিয়োগ', না 'বিদায়' - তারা কর্তৃত্ব চালায় বংশ পরম্পরায়।
- মজুর মজুরি বাবদ যা পায়, উৎপাদন করে তার চেয়ে বেশি, সেই বাড়তিটাই মালিকশ্রেণীর লোকেরা ভাগ করে নেয় মুনাফা, সুদ, খাজনা, কর এবং দানখয়রাতের অংশ হিসেবে।
- নিয়োগকর্তারা চেষ্টা করে সেই বাড়তিটা আরো বাড়াতে - কাজের সময় বাড়িয়ে, আরো কঠোর ও দ্রুতবেগে খাটিয়ে, ক্রমোন্নত যন্ত্র বসিয়ে বহু মজুরের উৎপাদন কম কম মজুরকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে।
- ওটাকে ওরা বলে 'ওয়ার্ক কালচার' - মানে আরো - আরো বেশি খাটুনি, আরো বেশি চাপ, অতিরিক্ত উৎপন্ন ও বিক্রি না হওয়া মজুত, ফলতঃ ছাঁটাই, বেকারত্ব ও 'অতি-উৎপাদনের মহামারী'।
- পুঁজিবাদ জীবিত শ্রমের স্বার্থে চলে না, চলে পুঁজির - অর্থাৎ পুঞ্জীকৃত মৃত শ্রমের স্বার্থে।
- মজুররা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের স্বার্থের নয়, অন্য সব স্বার্থেরই সেবা করে চলে।
- মজুরদের আসল স্বার্থ এবং ঐতিহাসিক দায়িত্ব হল মজুরিপ্রথা লোপ করা।
- বেকারত্ব হননের একমাত্র উপায় সেটাই।
- শাসক শ্রেণীর ভাবনাচিন্তাই হচ্ছে সমাজের শাসক ভাবনাচিন্তা। তাই চলতি সমাজের সমস্ত প্রচার মাধ্যম - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন, ইত্যাদি তুলে ধরে ও প্রচার করে শাসকশ্রেণীর ভাবনাচিন্তাকেই - যতোসব মিথ্যা, তুচ্ছতা, অজ্ঞতা, হিংস্র অহংকার আর স্বার্থপরতার জঞ্জালকে।